W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA-27

File No. 140/ WBHRC/SMC/2018

Date: 02. 11. 2018

Enclosed is the news clipping appeared in the 'Ananda Bazar Patrika', a Bengali daily dated 02.11.2018, the news item is captioned 'হাসপাতালেই পড়ে গিয়ে মৃত্যু সদ্য-মায়ের'.

Principal Secretary, Health & Family Welfare Department, Govt. of West Bengal, is directed to look into the matter and to furnish a report by 5th December , 2018.

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

2/11/2018
(Naparajit Mukherjee)
Member

হাসপাতালেই পড়ে গিয়ে মৃত্যু সদ্য-মায়ের

নিজস্ব সংবাদদাতা

মাত্র আট দিন আগে কন্যাসন্তান হয়েছে তাঁর। হাসপাতালের শৌচালয় থেকে বেরিয়ে শয্যায় ফেরার সময়ে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হল সেই মায়ের। নার্স ও আয়ার বিরুদ্ধে কর্তব্যে গাফিলতির লিখিত অভিযোগ করেছে মৃতার পরিবার। বৃহস্পতিবার ভোর সাড়ে ৫টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে চিত্তরঞ্জন সেবা সদন হাসপাতালে।

মৃতার পরিবার জানিয়েছে, গত ২২ অক্টোবর ওই হাসপাতালে ভর্তি হন শর্মিষ্ঠা বসু ভট্টাচার্য (৩৪)। ২৩ তারিখ কন্যা হয় তাঁর। 'সিজারিয়ান সেকশন' হওয়ায় চিকিৎসক তাঁকে হাসপাতালে থাকার পরামর্শ দেন। মঙ্গলবার তাঁর পেটে সেলাইয়ের অংশ থেকে রক্তক্ষরণ শুরু হয়। চিকিৎসক পরিবারকে জানান, রক্তক্ষরণ নিয়ে দুশ্চিন্তার কারণ নেই। সেলাইয়ে সামান্য সমস্যা রয়েছে। বুধবার চিকিৎসক সেলাই ঠিক করে দিলে রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়। রাতে রোগীকে দেখভালের জন্য আয়া নিয়োগ করে পরিবার। অভিযোগ, রাতে শৌচালয়ে যাওয়ার জন্য একাধিক বার আয়া এবং নার্সকে ডাকলেও কেউ রোগীর কাছে যাননি। ভোর ৫টা নাগাদ শর্মিষ্ঠা একাই শৌচালয়ে যান। ফেরার সময়ে তিনি পড়ে যান।

■ শর্মিষ্ঠা বসু ভট্টাচার্য

পরিবার সূত্রে খবর, এ বছর জানুয়ারিতে বিয়ে হয় শর্মিষ্ঠার। পারিবারিক সমস্যার কারণে হরিদেবপুরে বাবা-মায়ের কাছে থাকতেন তিনি। শর্মিষ্ঠার মামা বিমল দে জানান, এ দিন ভোর সাড়ে ৫টা নাগাদ ফোন করে এক জন তাঁদের জানান, তিনি চিত্তরঞ্জনে শর্মিষ্ঠার পাশের শয্যাতেই ভর্তি। প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে শর্মিষ্ঠা মাটিতে পড়ে রয়েছেন। নার্স ও আয়াকে ডাকাডাকি করা হয়েছে, কিন্তু কেউ ওয়ার্ডে নেই। বিমলবাবু ও পরিবারের অন্যরা হাসপাতালে গিয়ে দেখেন, শর্মিষ্ঠাকে আলাদা শয্যায় রাখা হয়েছে। এর পর হাসপাতালের তরফে শর্মিষ্ঠার মৃত্যু সংবাদ জানানো হয়। বিমলবাবুর প্রশ্ন, "রাতে দেখভালের জন্য আয়া রাখলাম। তার পরেও মেয়েটা একা হেঁটে শৌচালয়ে গেল কী ভাবে? নার্স কী করছিলেন?"

হাসপাতালের সুপার দ্বিজেন্দ্রনাথ রায় বলেন, "রোগীর পরিবারের সব অভিযোগ খতিয়ে দেখবে তদন্ত কমিটি।" তিনি জানান, আয়ার কর্তব্যে গাফিলতি পাওয়া গেলে তাঁকে ওই হাসপাতালে আর কাজ দেওয়া হবে না। সরকারি কর্মী না হলেও হাসপাতালে তিনি যাতে কোনও কাজ না পান, তা নিশ্চিত করা হবে। পাশাপাশি, নার্সের ভূমিকায় গাফিলতি পাওয়া গেলে সরকারের নিয়ম অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।